# Islamic Religious Council of Singapore

## Friday Sermon

## 22 September 2023 / 6 Rabiulawal 1445H

# নবী মোহম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর গল্পঃ বিশ্বাসের সুরক্ষা করা

**الحَمدُ لِلَّهِ الذِي أَكرَمَنَا بِخَيرِ البَرِيَّة، وَجَعَلَهُ ﷺ هَادِيًا وَنَاصِحًا لِأُمَّتِهِ جَامِعًا بِأَشرَفِ مَزِيَّة، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً نَرجُو بِهَا حُسنَ الخِتَام، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ مُبَلِّغُ الشَّرَائِعِ وَالأَحكَام، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّم عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَئِمَّةِ الهُدَى وَالأَعلاَم، المُلْحَقِينَ بِهِ فِي التَبْجِيلِ وَالإِكرَامِ. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.**

জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা তাঁর প্রতি তাকওয়া বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা যেন এই দুনিয়ায় এবং পরকালে তাঁর সফল বান্দা হিসাবে পরিগণিত হতে পারি।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা সকলে এখন একটি পবিত্র মাসে উপস্থিত হয়েছি যে মাসে আমরা আমাদের মহানবী হযরত মোহম্মদ (সঃ)এর জন্মদিন উদযাপন করি। তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে কাজ করে গেছেন। তাঁর এই ধর্ম প্রচারের কাজটি খুব সহজ ছিল না, সেই কাজটিতে ছিল নানাবিধ কষ্ট ও যন্ত্রণাবোধ।

এই কাজ সম্পাদনে সর্বশক্তিমান তাঁর ওপর যে ভরসা স্থাপন করেছিলেন তা রক্ষা করতে মহানবীর ছিল অবিচল অঙ্গীকার যে কারণে শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও এই কাজ করতে তিনি কখনই হতাশ হননি।

এই কাজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে শত-সহস্র বাধা-বিঘ্ন পার হতে হয়েছে। মানুষ ইসলাম গ্রহণে তাঁর আহ্বানকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, বহু সম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছিল, অনেক বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলে ডাকা হত, তা সত্তেও মানুষ তাঁকে অপমান বা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে পিছপা হয়নি।

এতসব প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও আমাদের নবী করিম (সঃ) সর্বদা ধৈর্য ধারণ করেছেন। যদিও মহান আল্লাহ তার জন্য সর্বদা বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন তথাপি অন্যের অসদাচরণের জবাবে তিনি কারো সঙ্গে একবারের জন্যও মন্দ আচরণ করেন নি। বরং, তিনি এইসব শত্রুতার বিনিময়ে মানুষকে ক্ষমা করেছেন। যাঁরা তাঁর আস্থা বা বিশ্বাস পাবার যোগ্য, তিনি তাঁদেরকে বিশ্বাস করেছেন। এই বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করি। সুরা আন নিসার ৫৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

অর্থঃ *নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা। (সুরা আন নিসাঃ৫৮)*

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পালন নিয়ে আমাদের প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর নিকট। আমাদের নবী করিম (সঃ) এর গল্পটি আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার গুরুত্বের ব্যাপারটি মনে করিয়ে দেয়।

নবী করিম (সঃ) এর একটি হাদীসটির ওপর আমরা আলোকপাত করতে পারি। নবী করিম (সঃ) এর উক্তিটি খেয়াল করে দেখি। উনি বলেছেন,

**لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ**

অর্থঃ যে ব্যাক্তি আস্থাভাজন নন, তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ নয় আর যে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করে না তাঁর কোন ধর্ম থাকে না। ( ইমাম আল বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা ও অন্যের আস্থা ভাজন হওয়া এই দুটি বিষয় একই ভবনের দুইটি স্তম্ভের মত একে অপরের সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। যদি এই স্তম্ভদুটি দুর্বল হয়ে যায় তবে ভবনটি ভেঙ্গে পরে। আসুন, আমরা আমাদের ব্যাক্তিগত ও পেশাগত জীবনে বিশ্বাস ও আস্থার দুটি স্তম্ভকে আমাদের মধ্যে গড়ে নেয়ার

চেষ্টা করি, ধর্মীয় মূল্যবোধগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বগুলিকে নিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্বের সংগে পালন করি।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত করা থাকে। আমাদের মধ্যে কারো বাড়িতে বসে কাজ করার সুযোগ থাকে আবার কারো কারো অফিসে গিয়ে কাজ করতে হলেও তাদের শুক্রবারের জুম্মা নামাজ পরার সুযোগ থাকে। এই দায়িত্ব পালন করা আমাদের একটি পবিত্র কর্তব্য।

পবিত্র কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের প্রতিটি চারিত্রিক আচরণে ও আমাদের প্রতিটি কাজে আমরা যেন নবী করিম (সঃ) এর পথ অনুসরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে পারি। রবিউল আউয়ালের এই পবিত্র মাস স্মরণে আমরা আমাদের নবী করিম (সঃ) কে বেশী করে স্মরণ করি তার সীরাহগুলি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে স্মরণ করতে পারি, তাঁর জন্ম নেয়াকে আমরা উদযাপন করতে পারি। আমরা সবাই মিলে যেন তাঁকে আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ এবং আদর্শ হিসাবে নিতে পারি। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন উদ্যোগ নিতে হবে।

আমাদের ইবাদত এবং আমাদের ভাল কাজগুলি আরো বেশী করে করার জন্য এবং আমাদের সকল দায়িত্ব-কর্তব্য আমাদের সাধ্যানুযায়ী সম্পূর্নাকারে সম্পন্ন করার পেছনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আদর্শ প্রধান ভূমিকা পালন করে। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশিত পথে থাকার জন্য আমরা যেন আরো বেশী ধর্মীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করি । আর তা করলে আশা করি আমাদের নিজেদের, আমাদের পরিবারের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সবার উপকার হবে।

মনে রাখবেন, আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনেকগুলি গুণাবলীর মধ্যে দুটি গুণ হলো, তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানী। যে কাজই আমরা করি না কেন তা ভাল বা মন্দ যা-ই হোক, মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সবটুকু জানেন।

আমরা যেন মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিশ্বাসী এবং আস্থাভাজন বান্দায় পরিণত হতে পারি। মহান আল্লাহ তা আলা যেন আমাদের মনে তাঁর প্রতি ও তাঁর নবীর প্রতি ভালবাসা জাগ্রত রাখেন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

**أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم**

## Khutbah Kedua

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُركُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.